কুষ্টিয়া জেলায় স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রস্তাবনা

ভুমিকা:

কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা, গড়াইসহ ৬ টি নদ-নদী (মরা নদী-কুমার, কালিগঙ্গা, হিসনা, চন্দনা), কোল-০৪ টি, বিল-৪৪ টি, খাল-২৪ টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎসের জলাশয় বিদ্যমান। এ সকল জলাশয়ে এক সময় দেশীয় প্রজাতির ছোট প্রজাতির মাছ ভরপুর ছিলো। জেলার প্রায় ৫৯২৮ জন মৎস্যজীবী এ সকল জলাশয়ে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বহুবিদ কারনে অধিকাংশ নদ-নদী, খাল-বিলসহ প্রাকৃতিক জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছের আবাসস্থল সংকোচনের সাথে সাথে তাদের প্রজনন ক্ষেত্র কমে দিন দিন মাছের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক জলাশয়ের জীববৈচিত্র প্রায় ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে। জলাশয়ের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং পরিবেশে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ধরে রাখার জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও টেকসইকরণ সময়ের দাবী।

মৎস্য অভয়াশ্রম:

মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের নির্দিষ্ট একটি জায়গা যেখানে সারাবছর সব ধরনের মাছের নিরাপদ আশ্রয় ও তাদের প্রজননের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যমান সমস্যা:

জলবায়ু প্রভাব জনিত এবং মানব সৃষ্ট বহুবিদ কারনে অধিকাংশ নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদি জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছের প্রজনন ক্ষেত্র কমে মাছের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে এবং কোন কোন প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। মাছের অতিআহরণ ও নির্বিচারে মাছের পোনা নিধনের ফলে জলজ প্রতিবেশ হতে মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। এছাড়া কৃষিতে মাত্রারিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার ও এর বিষক্রিয়ার ফলে মাছের ডিম নিষিক্ত হচেছ না ।

মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব:

জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও প্রতিবেশে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজাতি ফিরিয়ে আনার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট মৎস্য কমিউনিটির মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা । এর ফলে-

- দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত হবে।
- পরিবেশে বিলুপ্তি প্রজাতির মাছ ফিরে আসবে।
- জলাশয়ের প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম) বজায় থাকবে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- জেলেদের আত্ম-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

জেলায় মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনযোগ্য জলাশয়ের তথ্য:

কুষ্টিয়া জেলায় বিদ্যমান জলাশয়গুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত দুইটি জলাশয়ে প্রাথমিকভাবে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হলে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি জলাশয়ের জীববৈচিত্র ফিরে পাবে।

ক্রম নং	বিবরণ	জলাশয়-১	জলাশয়-২	মন্তব্য
০১	জলাশয়ের নাম	কালিগঙ্গা-বাদলবাসা বাওড়	জগন্নাথপুর কোল	
০২	অবস্থান (মৌজাসহ)	মৌজা: সেউরিয়া ও পশ্চিম লাহিনী ইউনিয়ন-চাপড়া, কুমারখালি ও লাহিনী, কুষ্টিয়া সদর	মৌজা: জগন্নাথপুর ইউনিয়ন-জগন্নাথপুর কুমারখালি	
০৩	গ্রাম-সংখ্যা	কুমারখালি-৪টি কুষ্টিয়া সদর-৪ টি	৪ টি	
০৪	আয়তন (হে:)	২৬.০০	৪০.০০	
০৫	পানির গড় গভীরতা (মি)	২.০	২.০	

০৬	মৎস্য অভয়াশ্রম আছে কিনা	রাজস্ব (মেরামত)	নাই	
০৭	মৎস্য স্থাপনযোগ্য স্থান	সড়কের দক্ষিণ পাশে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংলগ্ন	পূর্ব পাশে নয়ন আলির ঘাট সংলগ্ন	
০৮	সুফলভোগির সংখ্যা	৬৪ জন (সমিতিভুক্ত-৩২ জন)	২০০ জন (সমিতিভুক্ত-৫৫ জন)	
০৯	সমিতির সংখ্যা (টি) সভাপতি	১ টি (কালিগঞ্জা-বাদলবাসা বাওড় সমবায় সমিতি লি:)	২টি (জগন্নাথপুর কোল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:)	
১০	বিদ্যমান অবস্থা (লিজ আছে কি না)	২০২১ সালে লিজ মেয়াদ শেষ	প্রতিবছর নবায়নের ভিত্তিতে লিজ	
১১	বর্তমানে পাওয়া যায় এমন মাছের প্রজাতির নাম	জিওল, ট্যাঙরা, খয়রা, চান্দা, শোল, টাকি, গজার, পুটি, বেলে, ফলুই, বোয়াল, আইড়, মলা, ডেলা, কাকিলা	জিওল, ট্যাঙরা, খয়রা, চান্দা, শোল, টাকি, গজার, পুটি, বেলে, ফলুই, বোয়াল, আইড়, মলা, ডেলা, কাকিলা	
১২	হারিয়ে যাওয়া মাছের প্রজাতির নাম	রয়না, রাণি, নাপিত কৈ	রয়না, রাণি, নাপিত কৈ	
১৩	বিদ্যমান সমস্যা	মহামাণ্য হাইকোর্টে কেস চলমান জেলে তালিকা হালনাগাদ নাই পুরাতন গার্ড সেড-ব্যবহার অনুপযোগি	অবৈধ জালের ব্যবহার বেশী	

সম্ভাব্য কার্যক্রম:

জলাশয় সংশ্লিষ্ট দলের সাথে আলোচনা করে ১.০ হেক্টর জায়গা নিদিষ্ট করা। কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহন করা। জলাশয় কেন্দ্রিক জেলেদের নিয়ে পরিচালনা বা রক্ষণা-বেক্ষণ কমিটি গঠন করা।

বাজেট বিভাজন:

চতুর্ভুজ আকৃতির প্রতিটি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের (১.০ হেক্টর) জন্য সম্ভাব্য ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) খরচ হতে পারে।

ক্রম নং	ব্যয়ের খাত	পরিমান/ সংখ্যা	সম্ভাব্য খরচ (টাকা)	মন্তব্য
০১	আরসিসি পিলার (স্থায়ীভাবে সীমানা চিহ্নিতকরণ)	১২ টি	৬০০০০/-	১৫ ফুট/প্রতিটি (৬"*৬")
০২	বাশ (খুটি ও বাতা তৈরী)	৩০০ টি	১৫০০০০/-	২০ ফুট অন্তর (খুটি) ও ৩টি করে বাতা
০৩	শুকনা ডাল-পালা	--	৩০০০০/-	মাছের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
০৪	জিআই তার, দড়ি, পেরেক	--	১০০০০/-	--
০৫	সাইনবোর্ড সহ নির্দেশক বোর্ড	১ টি+১৪ টি	১৫০০০/-	সচেতনতার জন্য
০৬	মুজুরী, ত্রিভুজ আকৃতি লাল পতাকা ও অনুষঙ্গি	--	১৫০০০/-	চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ
০৭	দেশীয় প্রজাতির মাছ অবমুক্ত	৪০ কেজি	২০০০০/-	(শিং, পাবদা, গুলশা----)
	মোট (তিন লক্ষ টাকা)=		৩০০,০০০/-	

সুপারিশ/মন্তব্য:

প্রস্তাবিত জলাশয় দুটিতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হলে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতের পাশাপাশি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশে বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ ফিরে আসবে। জলাশয়ের প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম) বজায় থাকবে। জেলেদের আত্ম-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

মো: আব্দুল বারী
জেলা মৎস্য অফিসার
কুষ্টিয়া।
মোবাইল নং-০১৭৬৯৪৫৯৫২৫।